ভক্ত প্রশিক্ষণ

Joy Sri Krishna.

CHANT
Hare Krishna ~~Krishna~~ Krisana Krishna Krishna Hare
Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare.

Joy Srila Pravupada

শ্রী শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্ত প্রশিক্ষণ

নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
কর্তৃক সংকলিত

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ঃ
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রকাশক ঃ
ইস্‌কন নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষে
শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫,০০০ কপি, ১৯৯৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৫,০০০ কপি, ২০০০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ৫,০০০ কপি, ২০০৬
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ৫,০০০ কপি, ২০০৭

কম্পোজ ঃ
ব্রাইট কম্পিউটার
১, ফোল্ডার স্ট্রিট, ওয়ারী
ঢাকা-১২০৩

(ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য)

ভূমিকা

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন-"আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য-প্রত্যেককে দিব্যস্তরে উন্নীত করা।"

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের নতুন ভক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। নুতন ভক্তদের পাঠক্রমের বিষয় নিয়ে এমন একটি পুস্তিকার প্রয়োজন, যা তারা মঙ্গল আরতি, সন্ধ্যা আরতি, ক্লাশ রুম, প্রসাদ কক্ষ এবং অবসর সময়ে সর্বদা ব্যবহার করতে পারে। তাই তাদের শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়গুলো শ্রীল প্রভুপাদের ও ইস্‌কনের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আহরণ করে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হল। পুস্তিকাটি প্রকাশে শ্রীমান জগদার্তিহা দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান তেজগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর সার্বিক সহায়তার জন্য আমি তাদের নিকট আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। অজ্ঞাতসারে যদি কোনও ভুল ত্রুটি লক্ষিত হয়, আমাদের জানালে বাধিত হব।

আশা করি পুস্তিকাটি নতুন ভক্তদের সহায়ক হবে।

— প্রকাশক

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভের সুযোগ দান করে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করছে। যথার্থ ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছেন। তারপর, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, তাদের জীবন সার্থক হচ্ছে।

— শ্রীল প্রভুপাদ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৫১)

নতুন ভক্তদের সময়সূচী

ভোর		৩-৩০	জাগরণ
৩-৩০	—	৪-৩০	স্নান ও মন্দিরে গমন।
৪-৩০	—	৫-১৫	মঙ্গল আরতি।
৫-১৫	—	৬-০০	জপ ক্লাস (মন্দিরে)
৬-০০	—	৭-১৫	কৃষ্ণসেবা ও মন্দিরে উপস্থিতি।
৭-১৫	—	৯-০০	দর্শন আরতি, প্রভুপাদ পূজা, ভাগবত ক্লাস।
৯-০০	—	১০-০০	কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা।
১০-০০	—	১২-০০	কৃষ্ণসেবা।
১২-০০	—	১-০০	কাপড় কাচা ও স্নান।
১-০০	—	৩-০০	ক্লাস।
৩-০০	—	৪-০০	ব্যক্তিগত পড়া।
৪-০০	—	৫-০০	কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা।
৫-০০	—	৬-০০	গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা বৈষ্ণব সদাচার আলোচনা।
৬-০০	—	৭-৩০	তুলসী, গৌর ও নৃসিংহ আরতি।
৭-৩০	—	৮-৩০	ভজন, গীতা ক্লাস, আরতি।
৮-৩০	—	৯-৩০	টিফিন, গ্রন্থ অধ্যয়ন।
৯-৩০	—	৩-৩০	বিশ্রাম।

সূচীপত্র

ভক্ত প্রশিক্ষণ

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগুরুপ্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অনুবাদ

অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূণ্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভুপাদ, হে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য, কৃপাপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা নির্বিশেষে ও শুন্যবাদপূর্ণ পাশ্চাত্যদেশ উদ্ধারকারী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

অনুবাদ

সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিত পাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

অনুবাদ

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্ত শক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তরূপ-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভক্তস্বরূপ-নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার-অদ্বৈত আচার্য প্রভু, ভক্ত-শ্রীবাস ঠাকুর, ভক্তশক্তি-শ্রীগদাধর পন্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥

অনুবাদ

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপিকাদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতি রাধারাণীর প্রেমাস্পদ, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরাধারাণী প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

অনুবাদ

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর প্রণাম মন্ত্র

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ ॥

অনুবাদ

পরমাত্মা স্বরূপ যাঁরা নিত্যকাল নীলাচলে বসবাস করেন, সেই বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবকে প্রণতি নিবেদন করি।

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের জয় হোক।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

হরে-ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধারাণীর নাম 'হরা', সম্বোধনে হরে।

কৃষ্ণ-সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

রাম-সর্ব আনন্দদায়ক বলরামকে বোঝায়।

অনুবাদ

হে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধারাণী, হে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বানন্দদায়ক ভগবান শ্রীবলরাম, আপনারা আমাকে কৃপাপূর্বক আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করুন।

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
বিদ্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, আবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

জয় রাধামাধব

(জয়) রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ॥

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ॥
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
এই গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস।

শ্রীশ্রীগুর্বাষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ

সংকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প-অশ্রু-তরঙ্গ উদ্‌গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ-
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রীবিগ্রহের কেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়-এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবনজনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষনীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেই রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত শ্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রীসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদ্-অনুগ্রহ লাভ হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর।

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ।
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

অনুবাদ

জয় নৃসিংহদেব, জয় শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক! জয় হোক! জয় হোক! সর্বদিক প্রজ্জ্বলনকারী উগ্র বীর, মহাবিষ্ণু, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু স্বরূপ সেই ভীষণ ভদ্র নৃসিংহদেবকে প্রণাম জানাই। প্রহ্লাদের প্রভু, পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর মুখপদ্মের প্রতি ভ্রমর রূপ শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হোক, নৃসিংহদেবের জয় হোক, জয় হোক।

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

অনুবাদ

হে নৃসিংহদেব, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রহ্লাদ মহারাজকে আনন্দ দান করেন এবং পাথর কাটার ধারালো টঙ্কের মতো আপনার নখের দ্বারা আপনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেব আপনি এখানে রয়েছেন এবং সেখানেও রয়েছেন, যেখানে আমি যাই, সেখানে আমি আপনাকে দর্শন করি। আপনি আমার

হৃদয়ে এবং বাইরেও রয়েছেন। তাই আমি আদি পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীনৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করি।

হে নৃসিংহদেব আপনার পদ্মের ন্যায় হস্তে নখের অগ্রভাগগুলো অদ্ভুত এবং সেই হস্তে হিরণ্যকশিপুর দেহ ভ্রমরের মতো বিদীর্ণ করেছেন।

হে কেশব, আপনি নৃসিংহদেব রূপ ধারণ করেছেন, হে জগদীশ আপনার জয় হোক।

পুনঃ প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
হা-হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

তুলসী প্রণাম মন্ত্র

বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবী! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

অনুবাদ

কেশবপ্রিয়া বৃন্দাদেবী যিনি কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদান করেন সেই সত্যবতী তুলসী দেবীকে আমি বারবার প্রণাম নিবেদন করি।

তুলসী-প্রদক্ষিণ মন্ত্র

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

অনুবাদ

তুলসী দেবীকে প্রদক্ষিণ করার সময় ব্রহ্মহত্যাসহ গুরুতর পাপ সমূহ পদে পদে বিনষ্ট হয়।

শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণ প্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি'চামর ঢুলায়।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদল উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

প্রসাদ-সেবনারম্ভে-

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্য বতাং রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে ॥

অনুবাদ

হে রাজন্. যারা স্বল্প পুণ্যবান তাদের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মায় না।

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

তিলক ধারণ বিধি-

জল শোধন মন্ত্র

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

অনুবাদ

হে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী; আপনারা এই জলে সন্নিবিষ্ট হোন।

তিলক স্থান সমূহের অধিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহগণের ধ্যান-ক্রম-

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু, গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মদুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥
তৎপ্রক্ষালয়নতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি।

ঐ শ্লোক সমুহের প্রয়োগ বিধি-

১। ললাটে–ওঁ কেশবায় নমঃ।

২। উদরে–ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

৩। বক্ষস্থলে–ওঁ মাধবায় নমঃ।

৪। কণ্ঠে–ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।

৫। দক্ষিণ পার্শ্বে–ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

৬। দক্ষিণ বাহুতে–ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

৭। দক্ষিণ স্কন্ধে–ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।

৮। বাম পার্শ্বে–ওঁ বামনায় নমঃ।

৯। বাম বাহুতে–ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।

১০। বাম স্কন্ধে–ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।

১১। পৃষ্ঠে–ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।

১২। কটিতে–ওঁ দামোদরায় নমঃ

১৩। বাম হাতের অবশিষ্ট তিলক ধুয়ে ঐ জল 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' বলে মাথায় দেবেন।

আচমন

তিলক করবার পর আচমন অবশ্য কর্তব্য। 'ওঁ কেশবায় নমঃ'; 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ'; 'ওঁ মাধবায় নমঃ';-এই তিন মন্ত্রে তিনবার ত চমন করবেন। আচমন শেষে পাঠ করবেন-"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।"

দশবিধ নাম অপরাধ

১। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নিন্দা করা।

২। 'শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা।

৩। গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা।

৪। বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

৫। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।

৬। ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা।

৭। নাম বলে পাপ আচরণ করা।

৮। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পূণ্যকর্ম বলে মনে করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা।

১০। ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

দশবিধ ধাম অপরাধ

১। শিষ্যের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী গুরুদেবকে অপমান বা অসম্মান প্রদর্শন করা।

২। শ্রীধামকে অস্থায়ী বলে মনে করা।

৩। শ্রীধামবাসী অথবা শ্রীধাম যাত্রীগণের কারও প্রতি উৎপীড়ন বা

অনিষ্ট করা অথবা তাঁদেরকে সাধারণ জড়লোক বলে মনে করা।

৪। শ্রীধাম বাসকালে জড়কর্ম করা।

৫। বিগ্রহ অর্চন ও শ্রীনাম কীর্তনকালে অর্থসংগ্রহ করা ও তৎদ্বারা ব্যবসা করা।

৬। শ্রীধামকে বাঙ্গলার মতো কোন জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করা, শ্রীধামকে কোন দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্থানের সমান বলে মনে করা অথবা শ্রীধামের সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা।

৭। শ্রীধাম বাসকালে পাপ কর্ম করা।

৮। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

৯। শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

১০। শ্রীধামের মাহাত্ম্যকে কল্পিত মনে করে অবিশ্বাস করা।

সেবা অপরাধ

ভগবৎ সেবার বিধি-নিষেধ

বৈদিক শাস্ত্রে-৩২টি সেবা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে--

১। গাড়িতে করে বা পালকিতে করে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

২। পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দন্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে অবহেলা করা উচিত নয়।

৪। খাওয়ার পর হাত-পা না ধুয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৫। দূষিত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৬। এক হাতে দন্ডবৎ প্রণাম করা উচিত নয়।

৭। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরিক্রমা করা উচিত নয়। মন্দির পরিক্রমা করার বিধি হচ্ছে, ভগবানের শ্রীমূর্তিকে দক্ষিণ দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করা। প্রতিদিন অন্তত তিনবার মন্দির পরিক্রমা করা উচিত।

৮। শ্রীবিগ্রহের সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

৯। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে হাত দিয়ে হাঁটু, কনুই অথবা পায়ের গোড়ালি ধরে বসা উচিত নয়।

১০। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে শোয়া উচিত নয়।

১১। ভগবানের সামনে প্রসাদ খাওয়া উচিত নয়।

১২। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়।

১৩। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে জোরে জোরে কথা বলা উচিত নয়।

১৪। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

১৫। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ক্রন্দন বা চিৎকার করা উচিত নয়।

১৬। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ঝগড়া করা উচিত নয়।

১৭। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়।

১৮। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা উচিত নয়।

১৯। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে কঠোর বচন বলা উচিত নয়।

২০। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে চর্ম ধারণ করা উচিত নয় অর্থাৎ চর্ম নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে যাওয়া উচিত নয়।

২১। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য কারও স্তুতি বা প্রশংসা করা উচিত নয়।

২২। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে খারাপ কথা বলা উচিত নয়।

২৩। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৪। ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের পূজা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

২৫। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

২৬। ঋতু অনুসারে টাটকা ফল এবং শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পন করা উচিত।

২৭। খাবার প্রস্তুত হওয়ার পর তা ভগবানকে নিবেদন না করে কাউকে দেওয়া উচিত নয়।

২৮। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়।

২৯। নিঃশব্দে গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত নয়, অর্থাৎ গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করার সময় উচ্চস্বরে 'গুরু প্রণতি' উচ্চারণ করা উচিত।

৩০। গুরুদেবের সান্নিধ্যে এলে তাঁর গুণকীর্তন করতে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩১। গুরুদেবের সামনে নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৩২। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্যান্য দেবদেবীর নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

শ্লোক ৩০

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদ

মুরলীগান তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ুর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটি কন্দর্পমোহন বিশেষ শোভাবিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩২

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদ

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি, তাঁহার বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।

বৈষ্ণবদের কতকগুলি প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয়

১। বৈষ্ণবভক্তের সবসময় গুরু, ভগবান, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রণাম করা উচিত।

২। সর্বদা কাচা, ধোয়া কাপড় জামা পরা উচিত।

৩। কখনো রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৪। কখনোই নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৫। অতিরিক্ত ঘুমানো বা জেগে থাকা উচিত নয়।

৬। তিলক ধারণ করার পর আচমন করা উচিত।

৭। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

৮। প্রস্রাব করার পর জল ব্যবহার করা উচিত।

৯। পায়খানা করার পর স্নান করা উচিত।

১০। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত-পা ও মুখ ভালভাবে ধোওয়া উচিত।

১১। কখনো মিথ্যা কথা বলা, হিংসা করা, অপরের বদনাম করা, কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়।

১২। কখনো কারো কিছু চুরি করা উচিত নয়।

১৩। অট্টহাস্য করা বা ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪। মুখ না ঢেকে হাঁচা, হাইতোলা উচিত নয়।

১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

১৬। প্রসাদ পাওয়ার সময় থু থু করা বা হাত না ধুয়ে কাউকে পরিবেশন করা উচিত নয়।

১৭। মহিলাদের প্রতি হিংসা করা, তাদের সঙ্গে তর্ক করা বা তাদের অপমান করা উচিত নয়।

১৮। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয় বরং উপকার করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯। বিবেকহীন অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

২০। অসৎশাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

২১। পতিত ব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

২২। রাত্রিতে অসতী মহিলাদের সঙ্গে ঘোরা উচিত নয়।

২৩। অসৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

২৪। অজ্ঞ, বোকা, পীড়িত, কুৎসিত, খোঁড়া ও পতিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

২৫। ক্ষৌরকর্ম করলে, শ্মশানে গেলে এবং যৌনসঙ্গ করলে স্নান করা উচিত।

২৬। কারো মাথায় আঘাত করা বা চুল ধরে টানা উচিত নয়।

২৭। বস্ত্রবিহীন ব্যক্তির দিকে তাকানো উচিত নয়।

২৮। একমাত্র পুত্র বা শিষ্য ছাড়া শিক্ষাদানের সময় কাউকে প্রহার করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়।

২৯। প্রসাদ পাওয়ার পর ঐ স্থান সত্বর পরিষ্কার করা উচিত।

৩০। রাত্রিতে ছোলা বা দই খাওয়া উচিত নয়।

৩১। কোলের উপর রেখে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

৩২। সন্ন্যাসীদের তিন এবং ব্রহ্মচারীদের দুইবার স্নান করা উচিত।

৩৩। গর্ভ মন্দিরে ঘুমানো উচিত নয়।

৩৪। কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

৩৫। খাওয়ার জলে থুতু ফেলা উচিত নয়।

৩৬। কেউ যদি অপমান করে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং বোঝানো উচিত, যদি না বোঝে তবে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

৩৭। ভোর চারটার পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

৩৮। প্রতিদিন মঙ্গল আরতিতে যোগ দেওয়া উচিত।

৩৯। খাওয়ার বা পান করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা উচিত।

৪০। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোওয়া ও স্নান করা উচিত।

৪১। ব্রহ্মচারীদের কখনো একা একা ঘোরা উচিত নয়।

৪২। শিশুদের স্পর্শ, আদর করা অথবা কোলে তোলা ব্রহ্মচারীদের নিষিদ্ধ।

৪৩। প্রতিদির ভালোভাবে নিজেদের ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও ধোওয়া উচিত।

৪৪। গুরুদেবের ও কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেই আদেশ পালন করা উচিত।

৪৫। শ্লোক এবং স্তোত্রাবলী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা উচিত।

৪৬। কারো নিকট যাতে কোনরূপ অপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৪৭। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে হাত-পা ভালো করে ধোওয়া উচিত।

৪৮। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণলীলা চিন্তা বা কৃষ্ণনাম করা উচিত।

৪৯। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি বা শ্রীগুরুদেবের ছবি দর্শন করা এবং প্রণাম করা উচিত।

৫০। জপ-মালা কখনো মাটিতে রাখা উচিত নয়; জপমালা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়; জপমালাকে সর্বদা পবিত্র রাখা উচিত।

৫১। ঘরের মধ্যে বা বারান্দায় চুল দাড়ি, নখকাটা বা দাঁত মাজা উচিত নয়।

উপদেশামৃত

শ্লোক ১

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ-এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

শ্লোক ২

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যাধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য-সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া। কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৩

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম-প্রবর্তনাৎ
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুকূলে ছ'টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে। যথা, সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য-ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

শ্লোক ৪

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তার নিকট হতে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো-ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই চয়টি প্রধান লক্ষণ।

শ্লোক ৫

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

যে ভগবদ্ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তাঁকে মনে মনে আদর করা উচিত এবং যিনি দীক্ষিত হয়ে শ্রীবিগ্রহের সেবায় রত আছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করা উচিত। আর যে শুদ্ধভক্ত নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রকৃত উন্নত, যাঁর হৃদয় অন্যের নিন্দাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।

শ্লোক ৬

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রক্ষদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

একজন শুদ্ধভক্ত, যিনি তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবৎ-চেতনা লাভ করেছেন, তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শন করেন না। এরূপ ভক্তকেও প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত করা উচিত নয়। আপাত-দৃষ্টিতে কোন শুদ্ধভক্তকে নিচ-কুলোদ্ভব, কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্থ বলে মনে হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর সেই দৈহিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি থাকতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও তার দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েন না। এটা ঠিক গঙ্গাজলের মতো। গঙ্গাজল যেমন কখনও কখনও বুদ্‌বুদ, ফেনা বা কাদা-পাঁকের দ্বারা ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে যায় না এবং যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নত, তাঁরা গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার না করেই পবিত্রতা লাভ করার জন্য সেই জলে স্নান করে থাকেন।

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডুরোগের (Jaundice) দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবৎ-তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে (জিহ্বায়) এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

০০০

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি প্রশংসা বাণী

"তিনি যে গৃহ নির্মাণ করেছেন সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে।"

-ডাঃ এ, এন, ব্যাশাম

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

শ্লোক ১

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

অনুবাদ

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ২

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অনুবাদ

হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করে। এই জন্য তোমার 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি-নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

শ্লোক ৩

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অনুবাদ

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

শ্লোক ৪

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অনুবাদ

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।

শ্লোক ৫

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

অনুবাদ

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ রূপে চিন্তা কর।

শ্লোক ৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অনুবাদ

হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদগদ স্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

শ্লোক ৭

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অনুবাদ

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সমূহ 'যুগ'-বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মতো অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

শ্লোক ৮

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

অনুবাদ

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার সঙ্গে যে রকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ
তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান

"প্রভুপাদ"-এই অত্যন্ত সম্মানসূচক অভিধাটি কেবল সেই সব সুমহান বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁরা পারমার্থিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বা বিশ্বে প্রচারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রমুখ মহান আচার্যের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য। যখন ইস্‌কনের সদস্যগণ **"শ্রীল প্রভুপাদ"** কথাটি বলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-কে বোঝান, কারণ সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-জগতের ইতিহাসে তিনি এক তুলনারহিত স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১-৫-১১) ব্যাসদেব উল্লেখ করছেন যে, **"শ্রীমদ্ভাগবত এই জগতের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের পাপ পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সুচনা করবে।"** তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে, ব্যাসদেবের এই বিবৃতি অবশ্যই শ্রীল এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রতি প্রযোজ্য। ব্যাসদেব তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পাঁচ হাজার বছর পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য রচনা করেছেন, যা অচিরেই জড়বাদের অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত সমগ্র মানব-সমাজের পারমার্থিক চেতনার বৈপ্লবিক পুনর্জাগরণ ঘটাবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর দিব্য নাম সারা পৃথিবীর প্রতি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। মহান বৈষ্ণব আচার্যগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কলিযুগের প্রগাঢ় আঁধারের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার দশ হাজার বছর স্থায়ী উজ্জ্বল এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করবে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরও পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করার জন্য একজন 'সেনাপতি' ভক্তের আবির্ভাব হবে।

সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের সেই বিশেষ গোপনীয় কাজটির ভার কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত না হন, তাহলে তিনি কখনই মানুষের অন্তরে কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, **"খুব শীঘ্রই একজন মহান পুরুষের আবির্ভাব হবে, যিনি সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করবেন।"** স্পষ্টতঃই সেই ব্যক্তি হচ্ছেন, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, একজন বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার স্তর অনুধাবন করা যেতে পারে কতসংখ্যক অভক্ত-মানুষকে তিনি বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করতে পারেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে। একজন খুব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকেও কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করানো খুবই দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণপ্রদত্ত শক্তিতে এমনই শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাশূন্য মানুষের কাছে গিয়েছিলেন-পাশ্চাত্য দেশের ভোগবাদী যুবসম্প্রদায়-অথচ তাদেরই সহস্র সহস্রকে তিনি ভক্তে পরিণত করেছেন। কেউই শ্রীল প্রভুপাদের এই অসাধারণ কর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ নয়। একাকী তিনি গিয়েছিলেন সেই সব জনসাধারণের মধ্যে যাদের কোন বৈদিক-সংস্কৃতি-সম্প্রচারের ধারণামাত্র ছিল না; তারা এমন একটি সমাজে বেড়ে উঠেছিল যে সমাজ প্রবলভাবে মাংসাহার, অবাধ যৌণাচার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদকাসক্তিতে প্রমত্ত। এমন কি, একজন সাধুর সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাও তাদের ছিল না। পারমার্থিক জীবনচর্চায় প্রবেশ করার জন্য তারা ছিল একেবারেই অযোগ্য।

তাদের কাছে কেবল যাওয়াই নয়, শ্রীল প্রভুপাদ তাদের অনেককে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে পৃথিবীর সর্বত্র তারা প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং প্রচারক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং তারা অন্যদেরকেও কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদানে সমর্থ।

ভারতে বহু বৈষ্ণব ছিলেন যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, বৈরাগ্যবান এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য কেবল শ্রীল প্রভুপাদই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামে, তাঁর গুরুমহারাজের আদেশে এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় কেবল তাঁরই পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল। তাঁর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি ভারতের বাইরে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য গুরুতর প্রয়াস করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই তাঁদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার মতো যথেষ্ট করুণা ও দূরদৃষ্টি কেবল তাঁরই ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে কেবলমাত্র যেকোন একজনের এইরকম এক অসাধারণ কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাই তাঁর অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

আধুনিক বিশ্বের পক্ষে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে বাস্তবসম্মত, সরল ও অকৃত্রিমরূপে উপস্থাপন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষাসমূহকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেননি বা এক্ষেত্রে কোনরকম আপস করেননি। কিন্তু তা না করেও, এর গূঢ় সত্যসমূহকে তিনি এমন সহজ বোধ্যভাবে প্রকাশ করেছেন যে একজন সাধারণ লোক এবং একজন বিদ্বান-উভয়েই তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই ইস্কনের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। তিনি স্বয়ং কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছেন, যা ইস্কনের অব্যাহত প্রসারের ভিত্তি। মূলতঃ সেই প্রণালী হল ঃ অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও বিতরণ, বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ, গুরুকুলসমূহ, বিজ্ঞানীদের এবং বিদ্বৎসমাজের কাছে প্রচার ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজে বিস্তারিত নির্দেশ দান করেছেনঃ কিভাবে বিগ্রহসেবা করতে হবে, 'কিভাবে ভজন করতে হবে, কেমন করে প্রচার করতে হবে, কৃষ্ণের জন্য কেমন করে রান্না করতে হবে, কিভাবে মন্ত্র জপ-কীর্তন করতে হবে-এরকম সবকিছু। সেইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেনইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। আমাদের ইস্কনে যে নীতিনিয়ম, শিক্ষা-বিধি অনুসৃত হয়, তা তাঁর কাছে থেকেই লব্ধ। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই ইস্কনের প্রধান শিক্ষাগুরু ও আচার্য হিসাবে বিদ্যমান থাকবেন।

কৃষ্ণভক্তি লাভের বিভিন্ন পন্থা শাস্ত্র ও বৈষ্ণব ধারায় রয়েছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামীগণ তাঁর প্রদর্শিত পন্থাতেই কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করে থাকেন—এই জেনে যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেব এবং পূর্বতন আচার্যদের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে আধুনিক কালের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতের উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভূতপূর্ব সাফল্যই একটি প্রমাণ যে তাঁর প্রচার-প্রচেষ্টা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত, পরিচালিত এবং তাঁর কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ এমন কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যা দীক্ষিত ভক্তদের মেনে চলা অত্যন্ত আবশ্যক-দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে ভক্তরা ভোর চারটায় উঠবে, মঙ্গল আরতিতে যোগে দেবে, প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬ মালা মহামন্ত্র জপ করবে এবং চারটি বিধিনিয়ম দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।

চারটি নিষেধাজ্ঞা ঃ
১। সকল প্রকার আমিষাহার।
২। সকল প্রকার নেশা (চা, কফিসহ)।
৩। জুয়া খেলা (মনগড়া চিন্তা)।
৪। অবৈধ যৌন সঙ্গ।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরকম সমস্ত বিধিনিয়মের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছিলেন এবং এগুলিই ইস্‌কনে অনুসরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের একজন যথার্থ অনুগামী ভক্ত হতে হলে তাঁকে অবশ্যই এই সব বিধিনিয়ম পালন করতে হবে। এরকম একজন একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভুপাদ-প্রদত্ত বিধিনিয়ম এবং কার্যসূচীর মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে বা পরিবর্তন করতে চান না। বিনা প্রশ্নে তিনি সেগুলিকে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যা দিয়েছেন তা সমগ্র মানব সমাজের পারমার্থিক জাগরণ ঘটানোর জন্য সম্পূর্ণ নিখুঁত ও কোনরূপ দোষ-ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা-বিহীন পন্থা-শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, আগামী দশ হাজার বছরের জন্য।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা আপনিও তাঁর প্রবর্তিত সনাতন ধর্ম প্রচার এবং পালনে অংশ গ্রহণ করুন। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব। বয়স ঃ ১৮-৩০। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ভক্তরা মূল প্রমাণপত্রাদি সহ যোগাযোগ করুন ঃ

নুতন ভক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির
ইস্‌কন
৫, চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট
বনগ্রাম, ওয়ারী
ঢাকা-১২০৩।

ইস্‌কন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন

(Iskcon-International Society for Krishna Consciousness) ১৯৬৬-তে নিউইয়র্কে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই ইস্‌কন কয়েকশত মন্দির, আশ্রম, বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ এবং গুরুকুল আশ্রম সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংঘে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতমের শাশ্বত জ্ঞান ও শিক্ষাসমূহের ভিত্তিতে ইস্‌কন গঠিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জগদ্‌বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

পৃথিবীর সমস্ত নগরাদি গ্রামে এই দিব্যনাম পরিব্যাপ্ত হবে- শ্রীচৈতন্যদেবের এই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইস্‌কন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিশেষ। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎপরবর্তী গুরু পরম্পাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ-এই

অধ্যাত্ম পরম্পরায় ইস্‌কনের উদ্ভব। এই পরম্পরা ধারা ইস্‌কনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। ইস্‌কনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তিই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হবার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা সংঘ থেকে প্রাপ্ত হবেন।

কাজের সুবিধার জন্য ইস্‌কন সারা পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে (বর্তমানে প্রায় ৩০ টি অঞ্চল) ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল একজন অভিজ্ঞ ভক্তের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই পদটিকে বলা হয় গভার্নিং বডি কমিশনার বা জি.বি.সি। কিছু কিছু অঞ্চলে দুই বা ততোধিক সহকারী জি.বি.সি. সদস্য রয়েছেন। সমস্ত অঞ্চলের সকল জি.বি.সি. সদস্যদের নিয়ে গঠিত জি.বি.সি. বডি-ই হল ইস্‌কনের সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর একবার বিশ্বের মুখ্যকেন্দ্র শ্রীমায়াপুরে জি.বি.সি. বডি-র সকল সদস্যবর্গ সংঘের কার্যাবলীর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিলিত হন। ভোটের ভিত্তিতে জি.বি.সি. বডিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রত্যেক জি.বি.সি. অঞ্চলে কিছু-সংখ্যক মন্দির থাকে। প্রতিটি মন্দির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। তাই বস্তুত ইস্‌কনের কোন প্রধান কার্যালয় নেই, যদিও শ্রীমায়াপুরকে বিশ্বের প্রধান পারমার্থিক কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়।

প্রত্যেক মন্দিরে একজন অধ্যক্ষ (টেম্পল প্রেসিডেন্ট) থাকেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ হলেন মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা। জি.বি.সি. কর্মাধ্যক্ষ নিয়মিত তাঁর নিজ অঞ্চলের মন্দির সমূহ পরিদর্শন করেন এবং মন্দিরে নির্দিষ্ট পারমার্থিক মান রক্ষিত এবং বিধিবিধান সমূহ পালিত হচ্ছে কিনা, মন্দির পরিচালনা ও উন্নয়ন কাজ সুন্দরভাবে চলছে কিনা ইত্যাদি

তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করেন। এছাড়া তিনি প্রচার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, "জি.বি.সি. কার্যাধ্যক্ষদের হতে হবে 'পাহারাদার কুকুর' (Watch Dogs)-এর মত।" অর্থাৎ ইস্‌কনের কল্যাণ বিধানের জন্য এবং অপ্রামাণিক কোন দার্শনিক মতবাদের অনুপ্রবেশ-জাত দূষণ থেকে সংঘকে রক্ষার জন্য তাঁদের সদাসতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন যে, "নেতা মানেই হল শ্রবণ-কীর্তনের নেতা"। সেই জন্য ইস্‌কনে নেতৃবৃন্দ কেবল পরিচালন এবং সংগঠন কার্যই নয়, এটাও প্রত্যাশিত যে তারা পরমার্থ অনুশীলন এবং আচার অভ্যাসাদির আদর্শ মানও নিজেরা প্রদর্শন করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ-ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে নেতৃবৃন্দ যদি নিজেরা শ্রবণ কীর্তনে আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে তাহলে ইস্‌কনে অধ্যাত্ম-অনুশীলনের উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর ইস্‌কনে কোন একক মুখ্য নেতা বা প্রধান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলেছিলেন যে তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতির পর তাঁর অনুগামী সমস্ত শিষ্যবৃন্দই নেতায় পরিণত হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য তিনি তাঁর সকল শিষ্যবৃন্দকে একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর এই আদেশই এই আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে **'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ'** তাঁকে **"ভক্তিবেদান্ত"** উপাধিতে

ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রী শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ শুরু করেন এবং **'অন্য লোকে সুগম যাত্রা'** নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে পৌছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন "আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ।" তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ

করছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সপ্তদশ খন্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শ'।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এইরকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে। যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু ভক্ত বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চৌদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

জি. বি. সি. প্রদত্ত
গুরু নির্ণয় বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর

১। সদ্গুরুর যোগ্যতা ও গুণাবলী কি?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব পরম্পরা ধারায় থাকবেন, তিনি পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, শাস্ত্র অনুযায়ী শিষ্যদের শিক্ষা দেবেন এবং তা তিনি তাঁর নিজের জীবনে আচরণ করবেন। তাঁকে অবশ্যই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণব হতে হবে।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে–

> কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
> যে-ই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সে-ই গুরু হয় ॥
> ষট্‌কর্মনিপূণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
> অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

ইস্‌কনের ক্ষেত্রে গুরুদেবকে অবশ্যই জি.বি.সি অনুমোদিত হতে হবে। তাছাড়া সদ্গুরুকে অবশ্যই বৈষ্ণবের ২৬টি গুণের পূর্ণ অধিকারী হতে হবে।

২। কেবলমাত্র এই জীবনেই নয় জন্মে জন্মে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করব কেন?

উত্তর ঃ ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হচ্ছে নিত্যকালের অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক যেমন জন্ম জন্মান্তরের, তেমনই গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্কও জন্ম জন্মান্তরের।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন–

"চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সেই"

অর্থাৎ গুরুদেব হচ্ছেন জন্ম জন্মান্তরের প্রভু, এই জন্যই শুধুমাত্র এই জন্মেই নয়, জন্ম জন্মান্তরে গুরুদেবের আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হওয়া উচিত।

৩। গুরুদেবকে ভগবানের মতো পূজা করা হয় কেন?

উত্তর ঃ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার গুর্বাষ্টকে বলেছেন-

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ রূপে পূজা করেছেন এবং সাধুগণও সেরূপ চিন্তা করেন আমি সেই গুরুদেবের কীর্তন এবং চরণ বন্দনা করি।

তা ছাড়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে--

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসূত হরি।
ভূবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি ॥

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

গুরুদেব মৎ স্বরূপ রূপে জানবে, গুরুদেবকে সামান্য বুদ্ধি করে তাঁর অবজ্ঞা করবে না, গুরু সর্বদেবময়।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় যুক্তি থেকে বলা যায় যে, গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, তাই শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো পূজা করা হয়।

৪। তুমি কি বিশ্বাস কর যে গুরুদেব পরমতত্ত্ব উপদেশ দেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি গুরুদেব পরমতত্ত্ব উপদেশ দেন। কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বাণী এক এবং অভিন্ন, যিনি আদর্শ সদ্ গুরুদেব তিনি গীতা ভাগবতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কিছু বলেন না বা শিক্ষা দেন না। কৃষ্ণতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব এক অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব উপদেশ দেন তিনি পরমতত্ত্বই উপদেশ দেন। "সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, সদ্গুরুও তেমনি সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানতা দূর করতে পারেন।"

(ভগবদ্গীতা যথাযথ পৃঃ ২৮২)

৫। গুরুদেবকে কখন ত্যাগ করা যায়?

উত্তর ঃ সদ্গুরুকে কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু যখন গুরুদেব পাপকার্যে লিপ্ত হন অর্থাৎ চারটি নিয়ম পালনে অসমর্থ হন, শাস্ত্রনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষী হয়ে পূর্বতন আচার্যবর্গের নির্দেশ উল্লঙ্ঘন করে অবৈষ্ণবে পরিণত হন, তখন সেই অবস্থায় সেই গুরু ত্যাগ করে বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ করা উচিত।

৬। শিষ্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব কি?

উত্তর ঃ শিষ্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আদেশ কায়, মন, ও বাক্যের দ্বারা যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কৃষ্ণসেবা করা।

(ভগবদ্গীতা ৪/৩৪)

৭। ইস্‌কনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুপম পদমর্যাদা কি?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ISKCON এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য তিনি হচ্ছেন সকলের শিক্ষাগুরু এবং সম্প্রদায় আচার্য ও যুগাচার্য।

৮। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান হিসাবে কেন গণ্য করা হয়?

উত্তর ঃ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেমন- শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮) বলা হয়েছে-

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা অংশের প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদিরূপ। তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য, তিনিই হচ্ছেন পরমাত্মা ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা বলেছেন-

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন একমাত্র ঈশ্বর, তাঁর বিগ্রহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনি আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং সর্বকারণের কারণ।

মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন-

একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

পূর্ববর্তী মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে আসছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করা উচিত।

৯। আমরা চারটি নিয়ম পালন করি কেন?

উত্তর ঃ আমিষ আহার, নেশা,দ্যুতক্রীড়া ও অবৈধ যৌনসঙ্গ-এইগুলি

পাপকর্ম। এইগুলি বর্জন না করলে ধর্মের চারটি স্তম্ভ-সত্য, শৌচ, তপ ও দয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং এগুলির মধ্যে কলির অবস্থান। যেখানে কলির অবস্থান, সেখানে ভগবৎ ভজন সম্ভব নয়। এই চারটি পাপকর্ম ত্যাগ না করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না। তাই আমাদের চারটি নিয়ম মেনে চলা উচিত।

১০। আমরা হরিনাম মহামন্ত্র জপ করি কেন?

উত্তর ঃ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে "কলিকল্মষনাশনম্", "চেতোদর্পণ-মার্জনম্" অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই একমাত্র কলির সমস্ত কলুষ নাশ করতে পারে এবং চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে পারে। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ জড়বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র পথ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।

১১। ISKCON -এ G.B.C কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ GOVERNING BODY COMMISSION অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিচালক মন্ডলী। এই পরিচালক মণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধি রূপে সমস্ত বিশ্বে ISKCON-এর রক্ষণাবেক্ষণ, আচার-প্রচার ও শাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। G.B.C-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১২। দেহ ও আত্মার পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ

দেহ	আত্মা
১। দেহ হচ্ছে জড় বস্তু।	১। আত্মা হচ্ছে চেতন।
২। দেহ অনিত্য।	২। আত্মা নিত্য।
৩। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভবযোগ্য।	৩। ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
৪। দেহ পরিবর্তনশীল।	৪। আত্মা পরিবর্তনশীল নয়।
৫। দেহকে কাটা যায়, পোড়ানো যায়, শুকানো যায় এবং ভেজানো যায়।	৫। আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, শুকানো যায় না এবং ভেজানো ও যায় না।

১৩। ISKCON কি? কেন এর সাথে যুক্ত থাকব?

উত্তর ঃ International Society for Krishna Consciousness অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ যার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। ইস্কনে থাকার মাধ্যমে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার-প্রচার এবং সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পাই, যার ফলে আমরা ভক্তিময় জীবনে উন্নীত হয়ে ভজন সাধন সঠিকভাবে সম্পাদন করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। এছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী--

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

এই বাণীকে ISKCON -ই বাস্তবায়িত করেছে ও করছে। তাই আমাদের ISKCON -এর সাথে যুক্ত থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞাতব্য

১। আমি কে?

উত্তর ঃ আমি চিন্ময় আত্মা, স্থূল জড় দেহ নই।

২। আত্মার নিত্যধর্ম কি?

উত্তর ঃ ভগবান পূর্ণ, আত্মা তাঁর অংশ, জীবাত্মার নিত্য ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, কেননা অংশের কাজ হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা।

৩। জীবের মৃত্যুর পর তার কি হবে?

উত্তর ঃ জীবের মৃত্যুর পর দুই প্রকার গতি হয়। এক-যে সমস্ত জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারা ভগবদ্ভজনের প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে গমন করে। সেখানে তারা দিব্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে নিত্যকালের জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। দুই- যাদের জড়জাগতিক কামনা বাসনা আছে, তারা মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দিয়ে তৈরী স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু মন, বুদ্ধি ও অহংকার নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর তাদের পাপ ও পুণ্য কর্মফল বহন করে। পাপকর্মের ফলস্বরূপ তারা যমযাতনা ভোগ করে আর পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গসুখ ভোগ করে থাকে। এই ভোগের পর তাদের নিজ নিজ কর্ম ও চেতনা অনুসারে তারা আর একটি স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। এভাবে ৮৪ লক্ষ জীব প্রজাতির যে কোন একটি প্রজাতিতে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয়।

৪। দেহ ও আত্মার পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ জড় বস্তুর দ্বারা নির্মিত শরীর সদা পরিবর্তনশীল, নশ্বর, বিনাশশীল, অনিত্য, স্থূল, বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি। জড়দেহ অচেতন, পরিমাপযোগ্য, তাকে কাটা যায় শুকানো যায়, পোড়ানো যায়, ভেজানো যায়, তা দুঃখ-ক্লেশের আধার স্বরূপ। আত্মা অপরিবর্তনীয়, অব্যয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর, নিত্য, সনাতন, সূক্ষ্ম

অপরিমেয়, ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, চেতন, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্বব্যাপ্ত, আনন্দময়।

৫। এই জড় জগতে কত প্রকার জীব-প্রজাতি রয়েছে? তাদের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ জীব যোনি রয়েছে। এদের মধ্যে ৯ লক্ষ জলচর, ২০ লক্ষ উদ্ভিদ, ১১ লক্ষ ক্রিমিকীট, ১০ লক্ষ পাখি, ৩০ লক্ষ পশু ও ৪ লক্ষ মানুষ।

৬। জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ কি?

উত্তর ঃ জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ হচ্ছে-জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি।

৭। ত্রিতাপ ক্লেশ কি?

উত্তর ঃ জড় জগতে অবস্থান কালে জীবাত্মা যে তিন রকম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ভোগ করে তাকে বলা হয় ত্রিতাপ ক্লেশ। সেগুলি হচ্ছে, (১) আধিভৌতিক ক্লেশ (২) আধিদৈবিক ক্লেশ ও (৩) আধ্যাত্মিক ক্লেশ। জীব তার নিজের মন ও শরীর থেকে যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় তা আধ্যাত্মিক ক্লেশ। যেমন-মানসিক কষ্ট, রোগ ব্যাধি ইত্যাদি। অন্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশকে আধিভৌতিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন-সাপের কামড়, মশা-মাছি, চোর-গুণ্ডার উপদ্রব ইত্যাদি। দৈবক্রমে অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত যে ক্লেশ, তাকে আধিদৈবিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন ঃ অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

৮। পুনর্জন্ম কি?

উত্তর ঃ জীবাত্মা যে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে সেই শরীর কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু দেহস্থ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক যেমন পুরানো কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করা হয়, তেমনি জীবাত্মা ব্যবহার-অযোগ্য জরাজীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে

তার কর্ম এবং বাসনা অনুসারে আরেকটি নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মার এই নতুন শরীর ধারণকে বলা হয় পুনর্জন্ম।

৯। কর্মবন্ধন কি?

উত্তর ঃ জীব এই জগতে বিভিন্ন জড় কামনা বাসনা নিয়ে কর্ম করে থাকে। ফলে সে তার প্রতিটি কৃতকর্মের ফলভোগ করতে বাধ্য থাকে। সেই কর্ম অনুসারে তাকে বার বার জড় শরীর ধারণ করতে হয়। নতুন শরীরে সে নতুন কর্ম করে এবং ঐসব কর্মের ফল ভোগের জন্য আবার তাকে জন্ম নিতে হয়; এ রকম চলতেই থাকে। এইরূপ বদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কর্মবন্ধন।

১০। জীবের চরম লক্ষ্য কি?

উত্তর ঃ জীবের চরম লক্ষ্য হচ্ছে- পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারানো সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

১১। প্রেয় ও শ্রেয় কি? জীবনে প্রেয় না শ্রেয় লাভ করা শ্রেষ্ঠ?

উত্তর ঃ যা অল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় ও আপাত মধুর, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং অন্তিমে দুঃখজনক তাকে বলা হয় প্রেয়। যা লাভ করা পরিশ্রম সাপেক্ষ, কিন্তু চিরস্থায়ী এবং সুখদায়ক, তাকে বলা হয় শ্রেয়। আমাদের জীবনে শ্রেয় লাভ করাই শ্রেষ্ঠ বা উচিত।

১২। ভগবান কে?

উত্তর ঃ ভগবান কথাটি বিশ্লেষণ করে পরাশর মুনি বলেছেন যে, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য – এই ছয়টি ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বর্তমান, সেই পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান।

মানুষের মধ্যে অনেককে খুব ধনী, যশস্বী ও জ্ঞানী হতে দেখা যায়, কিন্তু জগতে এমন কেউ নেই যার মধ্যে উক্ত ছয়টি গুণ পূর্ণরূপে

বিদ্যমান। এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের মধ্যেও তা আংশিকভাবে রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন। তাই তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।

১৩। ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্র থেকে আমরা বুঝতে পারব যে ভগবান আছেন। ভগবান হচ্ছেন তিনি যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ জগতে আমরা দেখতে পাচ্ছি – একটি বাড়ি আপনা থেকে তৈরী হয়ে যায় না। বাড়িটি তৈরী করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধি দিয়ে থাকে এবং মিস্ত্রিরা ইট, বালি, পাথর দিয়ে বাড়িটি তৈরি করে থাকে। ঠিক সেই রকম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনা থেকেই এমন সুশৃঙ্খলভাবে হয়ে যায় না। সৃষ্টির পেছনে কারো না কারো হাত আছে। যিনি বুদ্ধি প্রদান করেছেন, এই সমস্ত উপাদান প্রদান করেছেন এবং যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন ভগবান।

১৪। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি?

উত্তর ঃ ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক হচ্ছে – ভগবান নিত্য প্রভু এবং জীব তাঁর নিত্য দাস।

১৫। ভগবান কেন জগৎ সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ

প্রথম কারণ ঃ এই জড় জগৎ হচ্ছে সমস্ত চিন্ময় সৃষ্টির একাংশে অবস্থিত ক্ষুদ্র কারাগার সদৃশ। তাই যারা ভগবানের প্রদত্ত নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদেরকে এই জড় জগতে আসতে হয়। এখানে বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গাদেবী জড় জগৎরূপ দুর্গের দেখাশুনা করেন এবং ত্রিতাপ ক্লেশ দিয়ে জীবকে শাসন করে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ভগবান এই জড় জগৎ এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, জীব যেন তার মিথ্যা প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভজনের মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবার

ফিরে যেতে পারে।

১৬। আত্মা কিভাবে প্রসন্নতা লাভ করতে পারে?

উত্তর ঃ যখন জীব তার নিত্য, শাশ্বত, ভালোবাসার বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সেই লুপ্ত সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করে তাঁর প্রেমময়ি সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে, তখন সে প্রসন্নতা লাভ করে।

১৭। প্রকৃতির তিনটি গুণ কি?

উত্তর ঃ প্রকৃতির তিনটি গুণ-সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ।

১৮। ভগবান কোথায় থাকেন?

উত্তর ঃ এই জড় জগতের বাইরে চিন্ময় জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক আছে, যেখানে অনেক গ্রহলোক আছে। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, বৃন্দাবন ইত্যাদি ধামে ভগবান বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে অবস্থান করেন। একই সঙ্গে তিনি পরমাত্মারূপে সর্বত্র প্রত্যেকটি অণুপরমাণু ও প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়েও বাস করে থাকেন।

১৯। ভগবান কেন এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন?

উত্তর ঃ ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হন সাধুদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশ করার এবং ধর্ম স্থাপন করার জন্য। বিশেষ করে ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর দিব্য লীলাবিলাস করে থাকেন, যে লীলার কথা শ্রবণ করে বদ্ধ জীব জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

২০। ভক্তি কিভাবে লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ "ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন উপজায়তে" – অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়।

২১। কাম ও প্রেম কাকে বলে?

উত্তর ঃ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা – তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম। (চৈঃ চঃ আঃ ৪/১৬৫)

নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানের জন্য যে বাসনা তাকে বলে কাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্য যে বাসনা তাকে বলে প্রেম। জীবের অন্তরে রয়েছে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম। জীব যখন জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাঁর শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বিকৃত কামে পরিণত হয়।

২২। সমাজের যথার্থ কল্যাণ কিভাবে সাধিত হবে?

উত্তর ঃ সমাজের সমস্ত মানুষকে যদি কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলেই সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ কৃষ্ণচেতনাই চেতনার উচ্চতম স্তর।

২৩। প্রত্যেকটি জীব কি ভগবান?

উত্তর ঃ জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভগবান নয়।

২৪। জীব সাধন ভজন করে কোনদিন কি সাধনার সিদ্ধি স্বরূপ ভগবান হতে পারে?

উত্তর ঃ জীব ভগবানের নিত্য দাস, নিত্য অংশ। অংশ কোন দিন পূর্ণ হতে পারে না। অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা। সেই জন্য জীব কখনই ভগবান হতে পারে না।

২৫। যে কোন দেবতাকে পূজা করে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়?

উত্তর ঃ যে দেবতাকে আমরা পূজা করব, আমাদের দেহান্তে সেই দেবলোকেই আমরা যাব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হলে অবশ্যই ভগবান মুকুন্দের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করতে হবে। তবেই ভগবানকে লাভ করা যাবে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য কলিযুগে কোন্ পন্থা সর্বোৎকৃষ্ট?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য কলিযুগে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

২৭। ভগবানের ভজনা করলে পিতা মাতার সেবা হয় কি?

উত্তর ঃ ভগবানের ভজনা করলে পিতামাতারও সেবা হয়। কেবলমাত্র পিতামাতাই নয়, মুনি, ঋষি, দেবতা সকলেরও সেবা হয়ে থাকে। যেহেতু ভগবানের কাছ থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, তাই ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর মূল। যেভাবে গাছের গোড়ায় জল দিলে তার শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প সবই পরিপুষ্ট হয় এবং উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পুষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান সন্তুষ্ট হলে সবাই তুষ্ট হন। "যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।"

২৮। ভগবানকে কি প্রকারের খাদ্য নিবেদন করা যায়?

উত্তর ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং"- 'ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি অর্পণ করলে আমি তা গ্রহণ করে থাকি।' এভাবে তিনি নিরামিষ খাদ্যবস্তুর কথা বলেছেন। মাছ, মাংস প্রভৃতির কথা বলেননি।

২৯। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রভুপাদ বাস্তবে রূপদান করেছেন?

উত্তর ঃ

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে শ্রীল প্রভুপাদ বাস্তবে রূপায়িত করে সারা বিশ্বে হরিনাম প্রচার করেছেন।

৩০। ভগবানের সমস্ত শক্তিকে কতভাবে বিভক্ত করা যায়? সেগুলি কি কি এবং কোথায় কাজ করে?

উত্তর ঃ ভগবানের মায়াশক্তি দু-প্রকারের (১) যোগমায়া, (২) মহামায়া। অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তির দ্বারা চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হয়। বহিরঙ্গা মহামায়া শক্তির দ্বারা জড় জগৎ পরিচালিত হয়।

৩১। ভগবানের সমস্ত শক্তিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর ঃ ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে- (১) অন্তরঙ্গা শক্তি, (২) বহিরঙ্গা শক্তি এবং (৩) তটস্থা শক্তি।

৩২। জীব ভগবানের কোন্ শক্তি?

উত্তর ঃ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি।

৩৩। ভক্তির সংজ্ঞা কি?

উত্তরঃ "হৃষীকেন হৃষিকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে".......আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ভগবানের সেবা করাকেই ভক্তি বলা হয়।

৩৪। সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভাবকে জয় করবার উপায় কি?

উত্তর ঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে তদের জয় করা যায়। ইন্দ্রিয় স্বভাবত সবসময় বিষয় ভোগের দিকে ধাবিত হয়। সেই ইন্দ্রিয় সকলকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ উন্নত স্বাদ প্রদান করলে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩৫। ভগবানের তুষ্টি বিধান করলে সমস্ত জগৎ সন্তুষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট................

৩৬। যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?

উত্তর ঃ আমি এই 'শরীর' নই, আমি চিন্ময় 'আত্মা'-ভগবানের নিত্য অংশ। এইটি জানাকে বলা হয় যথার্থ জ্ঞান।

৩৭। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির কার্য কি?

উত্তর ঃ এর প্রভাবে জীব এই জড় জগতের সমস্ত কার্য সম্পাদন করে।

৩৮। বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করার উপায় কি?

উত্তর ঃ সত্যযুগে ভগবানকে লাভ করার উপায় হচ্ছে ধ্যান। ত্রেতাযুগে-যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে-অর্চনা, আর কলিযুগে-হরিনাম সংকীর্তন।

৩৯। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণনামের পূর্ণফল লাভের জন্য আমাদের করনীয় কি?

উত্তর ঃ আমাদের চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে যথা- আমিষাহার, দ্যুতক্রীড়া, নেশা ও অবৈধ যৌনসঙ্গ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এই পাঠক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় নতুন ভক্তদের অবশ্যই মুখস্ত করতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩০ এবং ৩১ অধ্যায়;
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়;
শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ২ এবং ৩ অধ্যায়;

শ্রীমদ্ভগবদগীতার উল্লেখযোগ্য ৫৪ টি শ্লোক মুখস্ত এবং বৈষ্ণব সদাচার থেকে পাঠ করা এবং আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভক্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষা ভক্তিপথের কেবল অ, আ, ক, খ। ভক্তরা যেন না ভাবেন যে এই ভক্ত প্রশিক্ষণে যা শিখলাম তা-ই যথেষ্ট। ভক্তির পথ সুদূর প্রসারী, তাই ভক্তিকে আরও জ্ঞান আহরণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কৃত গ্রন্থাবলী, ভাষণ, কথোপকথন ও পত্রাবলী ভালো করে অধ্যয়ন করা ভক্তদের অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট।

ভক্তদের অধ্যাত্ম অনুশীলনের উপর নির্ভর করবে তার ভক্তিপথের উন্নতি। সুযোগ পেলেই উন্নত ভক্তদের নিকট থেকে অধ্যাত্ম বিষয়ে আরও জানতে হবে।

'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ' – এর সাতটি উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সুসংবদ্ধভাবে মানবসমাজে ভং.বত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রতিহত হবে এবং জগতে যথার্থ সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভাবনার অমৃত প্রচার করা।

(গ) এই সংস্থার সমস্ত সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে টেনে আনা এবং এইভাবে প্রতিটি সদস্য-চিত্তে এমন কি প্রতিটি মানুষের চিত্তে সেই ভাবনার উদয় করানো, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ।

(ঘ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যে সংকীর্তন আন্দোলন, সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা।

(ঙ) সংস্থার সদস্যদের জন্য এবং সমস্ত সমাজের জন্য একটি পবিত্র স্থান নির্মাণ করা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যলীলা- বিলাস করবেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত হবে।

(চ) একটি সরল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা।

(ছ) পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবার জন্য সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ এবং অন্যান্য লেখা প্রকাশ এবং বিতরণ করা।
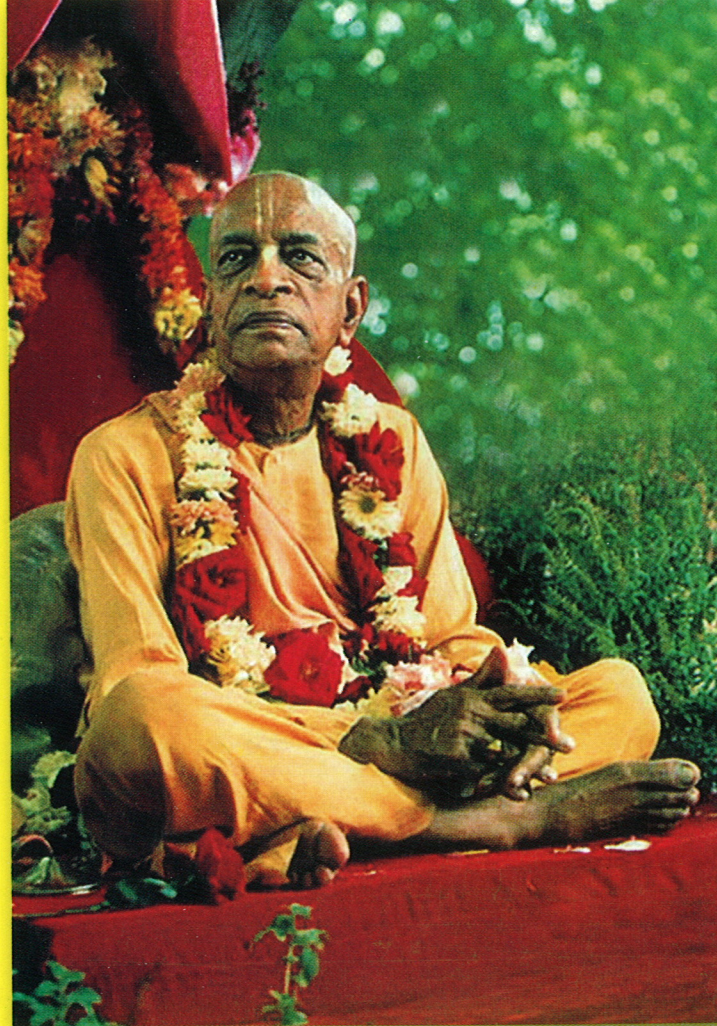
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের

প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ